Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া এশা

রোলঃ 227022443

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া এশা

রোলঃ 227022443

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল মাওয়া এশা, আইডিঃ 227022443 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জান্নাতুল মাওয়া এশা

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল মাওয়া এশা

আইডিঃ 227022443

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

পিতা মাতার মর্যাদা 1

পিতামাতার খেদমতের গুরুত্ব 3

শ্রেষ্ঠ আমল 4

পিতা মাতার হক 4

সন্তানের উপর পিতা মাতার ১৪টি হক 5

পিতা মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি 6

মা মা মা এবং বাবা 6

মায়ের সাথে সদাচার 7

মায়ের সেবা গুনাহ মাফের উছিলা 9

পিতার সাথে সদাচার 10

পিতার প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন ও মায়ের খেদমত 10

কবুল হজ্জ সমপরিমাণ সাওয়াব 11

ক্ষেত্র বিশেষে পিতা মাতার খেদমত জিহাদের চেয়েও উত্তম 12

পিতা মাতার সাথে সদাচারে আয়ু বৃদ্ধি 14

পিতা মাতা যুলুম করলেও তার সাথে সদাচার করতে হবে 15

উফ বলতে মানা 16

ইলম শেখার জন্য পিতা মাতার অনুমতি 17

পিতা মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা 18

অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি আচরণ 19

পিতা মাতার অর্থনৈতিক অধিকার 20

হাদীসে মুশরিক পিতা মাতাকেও দান করার কথা বলা হয়েছে। 22

মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা মাতার অধিকার : 23

মৃত পিতা মাতার সাথে সদাচার 23

কুরআনে বর্ণিত নবী রাসুল গণের কিছু দুয়া নিম্নে পেশ করা হলো 27

পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিনতি 36

মায়ের নাফরমানীর শিক্ষনীয় এক শাস্তি 39

যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। 41

পিতা মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ 41

পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানের ইবাদত কবুল হয় না 42

পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না 42

পিতা মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি জান্নাত অর্জন করতে পারেনি 43

পিতা মাতার বদ দুয়া 44

পরিশেষে 45

তথ্যসূত্র 45

ভূমিকা

একজন সন্তানের জন্য পিতা মাতা আল্লাহর দেওয়া অনেক বড় নিয়ামত। এই পিতা মাতার মাধ্যমেই সন্তান দুনিয়ায় আসে। আল্লাহ তা'য়ালা পিতা মাতার এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে পিতা মাতার খেদমত করে কেউ খুব সহজেই জান্নাত হাসিল করে নিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বর্তমান সময়ের সন্তানেরা তাদের এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে অথবা গাফিলতির কারণে পিতা মাতার যাথাযথ কদর করতে পারে না। একটা সময় গিয়ে যখন পিতা মাতাকে হারায় তখন তাদের উপলব্ধি হয় তারা কি মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছে। তখন তাদের আফসোস হয় যে, "হায়! একটা বার যদি আমার পিতা মাতাকে ফিরে পেতাম!"

আমাদের যাদের পিতা মাতা জীবিত আছেন আমরা যেন সেই হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। পিতা মাতার মত মূল্যবান সম্পদ পেয়ে হাত ছাড়া না করি। সুযোগ থাকতে তাদের কদর করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

পিতা মাতার মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাঁর উপর বিশ্বাসের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কার উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। (বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা আল-বাকারা : ৮৩)

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো। (সূরা আন-নিসাঃ ৩৬)

তিনি আরো বলেন: তোমরা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (সূরা আল-আন'আম: ১৫১)

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন: তোমার মাতা-পিতা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। (সূরা লুকমান: ১৫)

অন্যত্র তিনি সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পিতা-মাতা যে অপরিসীম কষ্টভোগ করে থাকেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

আমি মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে রেখেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণে ও দুধ পান ত্যাগ করানো ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে যখন স্বীয় পূর্ণ শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বৎসরের হয়ে গেল, তখন সে বলল হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তৌফিক দাও আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে দান করেছ। (আহকাফ-৪৬ আয়াত: ১৫)

এ বিষয়ে কুরআনে আরও বর্ণিত আছে,

আর আমি মানুষকে তার পিতা মাতা সম্পর্কে (সদাচরণের) আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছেন। দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করেছেন। এ মর্মে যে, তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (লোকমান-৩১ আয়াত: ১৪)

মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে এক হাদিসে বর্ণিত আছে,

আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, “আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি”। অতঃপর সে ইবনে উমার (রাঃ)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল)।

অন্য একটি হাদিসে আছে,

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কান্নারত অবস্থায় ত্যাগ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বলেনঃ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছে তেমনি তাদের মুখে গিয়ে হাসি ফুটাও (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

পিতামাতার খেদমতের গুরুত্ব

পিতা মাতার খেদমতের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সমস্ত ইবাদতের উপরে এর স্থান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে এক-দু'টি নয়, বহু আয়াত নাযিল হয়েছে।

এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।' (সুরা আনকাবূত : ৮)

অপর এক আয়াতে আছে-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। (সূরা ইসরা: ২৩)

এ আয়াতে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশকে তাওহীদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন তাওহীদের পর মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল পিতামাতার খেদমত ও আনুগত্য করা।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদেরকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে।

সূরা নম্বর: ২৯ আয়াত নম্বর: ৮

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে' (লোকমান ৩১/১৫)।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ করেছেন পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য। তাই পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার মুমিনের জন্য ফরজ। তাই পিতা মাতা সন্তানের কাছ থেকে সর্বোত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। তবে পিতা মাতাকে যদি আল্লাহর নাফরমানি মূলক কাজ করতে বাধ্য করে সেই ক্ষেত্রে পিতা মাতাকে মান্য করা যাবে না।

শ্রেষ্ঠ আমল

এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدِينِ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, সময়মত সালাত আদায় করা। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ'।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৯৬: নাসাঈ, হাদীছ নং ৬০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩৬৯৫)

পিতা মাতার হক

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার যত রকম হক রয়েছে তার মধ্যে পিতা মাতার হক সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ায় আর কারো হক তাদের হক অপেক্ষা বেশি মর্যাদা রাখে না কেননা, আল্লাহ ভা'আলা পিতামাতাকে মানব অস্তিত্বের মাধ্যম বানিয়েছেন। মানুষ যাদের মাধ্যমে ইহলোকে আগমন করে তাদের চেয়ে বেশি সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত আর কে হতে পারে? এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের হককে আর সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের ছওয়াব এত বেশি যে, হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কেউ যদি মহব্বতের দৃষ্টিতে একবার পিতামাতার দিকে তাকায়, তবে বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হজ্জ ও একটি 'উমরার সওয়াব দান করেন।

সন্তানের উপর পিতা মাতার ১৪টি হক

হযরত মাওঃ শাহ আবরারুল হক রহঃ বলেছেন সন্তানের উপর পিতা মাতার ১৪টি হক

৭ টি জিবদধসায়

১. সম্মানঃ পিতা মাতার সম্মান ও ইজ্জত করা।
২. মুহাব্বতঃ তাঁদের সাথে মুহাব্বত ও ভালবাসা রাখা।
৩. ইতাআতঃ তাঁদের আদেশ পালন করা।
৪. খিদমতঃ তাদের সেবা করা।
৫. আরামের চিন্তাঃ তাঁদের আরাম ও শান্তির দিখে খেয়াল রাখা।
৬. প্রয়োজন মিটানোঃ তাঁদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য চেষ্টা করা।
৭. সাক্ষাত করাঃ যখনই সুযোগ হয় তাঁদের সাথে বার বার দেখা করা।

৭টি মৃত্যুর পর

১. মাগফিরাত দোয়া : তাঁদের জন্য বেশি বেশি গুনাহ মাফ চাওয়া ও দোয়া করা।
২. ইছালে সওয়াবঃ তাঁদের জন্য ইবাদত করে ও দান খায়রাত করে সওয়াব পৌঁছানো।
৩. তাঁদের আত্মীয় স্বজনের সম্মানঃ তাঁদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণকে সম্মান করা।
৪. ঋন ও আমানত পরিশোধ করাঃ ঋন থাকলে অথবা তাঁদের কাছে কারো আমনত থাকলে তা পরিশোধ করা।
৫. আত্মীয় সজনকে সাহায্য করাঃ তাঁদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের সাহয্য করা।
৬. ওছিয়ত পুরা করা: শরীয়ত সম্মত তাঁরা যদি কোন ওছিয়ত করে থাকে তা পুরন করা।
৭. কবর যিয়ারতঃ কোন কোন সময় তাঁদের কবর যিয়ারত করা ও তাদের গুনাহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা।

পিতা মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,
رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ ِ
‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ’।
(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; সহিহাহ হা/৫১৬)।

উক্ত হাদিসে ওয়ালিদ (الْوَالِد) শব্দ দ্বারা শুধু পিতাকে বুঝায়। মাতার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যান্য হাদিসে পিতার তুলনায় মাতার মর্যাদা বেশি পাওয়া যায়। তাই মায়ের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির গুরুত্ব ও মর্যাদাও তাই হবে যেমনটা হাদীসে পিতার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে।

মা মা মা এবং বাবা

আল্লাহ তা'য়ালা পিতার চেয়ে মায়ের মর্যাদা তিনগুণ করে দিয়েছেন। তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী। (১) গর্ভধারণ (২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ : ثُمَّ أَبُوك- َ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা'।
(বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।)
অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاك- َ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী'।"

(মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; ছহীহুল জামে' হা/১৩৯৯।)

অন্যত্র এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللهَ يُوْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلاثًا - إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَب

মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের তিনবার উপদেশ দিচ্ছেন,অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন'।

(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬১: আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০; ছহীহাহ হা/১৬৬৬; ছহীহুল জামে' হা/১৯২৪।)

মায়ের সাথে সদাচার

আল্লাহ তায়ালা সন্তানকে আদেশ করেছেন পিতা-মাতার সাথে সদাচার করার। এর মধ্যে মাকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মায়ের খেদমত করতে পারা জান্নাত লাভের সহজ পথ। কুরআন হাদীসে বহু জায়গায় মায়ের খেদমতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে,

হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবি করিম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চান, ‘হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে আমার কাছে সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার?’ নবি করিম (সা.) বলেন, ‘তোমার মায়ের।’ লোকটি আবার জানতে চান, ‘তারপর কার?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মায়ের।’ লোকটি আবার জানতে চান, ‘তারপর কার?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মায়ের।’ লোকটি আবারও জানতে চান, ‘তারপর কার?’ তিনি বললেন, ‘তোমার পিতার।’ (বুখারি ও মুসলিম)।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

আর আমি (আল্লাহ) মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে; তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন ও অতিকষ্টে প্রসব করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।' (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫)।

নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও যাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।' হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, 'আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।' (সুরা-১৯ মারিয়াম, আয়াত: ৩০-৩২)।

মায়ের সেবা গুনাহ মাফের উছিলা

কোন ব্যক্তি গুনাহ করলে রাসুল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম তাকে মায়ের খেদমতের পরামর্শ দিতেন।

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সেআমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। (আতা' রহঃ বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই।

(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৭।)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

أَلَكَ وَالِدَانِ حَيَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ: تَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبْوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَدٌ لِلذُّنُوبِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

'তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার পিতা-মাতা বা তাদের একজন যদি জীবিত থাকত তাহ'লে তার জন্য আশা করতাম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ অপেক্ষা গুনাহ মোচনকারী আর কিছুই নেই'।

(শু'আবুল ঈমান হা/৭৯১৩।)

পিতার সাথে সদাচার

আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল’ (নিসা ৪/৩৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ‘পুরুষ হ’ল তার পরিবারের দায়িত্বশীল’। (বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।)

অতএব পিতা হ’লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ , أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: لاَ تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلا تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বললো, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে বসো না (বাযযার, ইবনুস সুন্নী)।

পিতার প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন ও মায়ের খেদমত

পূর্বেই আমরা কিছু হাদীস থেকে জেনেছি মায়ের হক আল্লাহ তা'য়ালা পিতার তুলনার ৩গুন করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব তার ‘ইসলাম ও পারিবারিক জীবন’ বইয়ে লিখেছেন.. বুযুর্গানে দ্বীনের মন্তব্য, এক হল তা'জীম (মর্যাদা জ্ঞাপন ও সম্মান প্রদর্শন) আরেক হল খেদমত ও সদ্ব্যবহার। দুটো আলাদা জিনিস। তা'জীমের ক্ষেত্রে পিতার অগ্রাধিকার আর খেদমতে মায়ের প্রাপ্য বেশি। হাদীছে যে মায়ের হক পিতার তিন গুণ বলা হয়েছে, এর সম্পর্ক খেদমতের সাথে। অর্থাৎ সন্তানের কর্তব্য খেদমতে মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। পিতার চেয়ে তার খেদমত বেশি করা। এ হক মাকে তিন গুণ বেশি দেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা সন্তানদেরকে মা'মুখী করেছেন। পিতার চেয়ে মায়ের সাথেই সন্তানেরা বেশি সহজ ও সচ্ছন্দ হয়। তাই অনেক কথা পিতাকে খুলে বলতে পারে না, কিন্তু মায়ের কাছে অকপটে বলে ফেলে। তাই শরী'আত এ দিকেও লক্ষ রেখেছে। হাফেজ ইবন

হাজার (রহ.) 'ফাতহুল- বারী' গ্রন্থে এই মূলনীতি লিখে দিয়েছেন যে, সন্তান পিতাকে বেশি তা'জীম করবে আর খেদমত বেশি করবে মায়ের।

কবুল হজ্জ সমপরিমাণ সাওয়াব

পৃথিবীতে সওয়াব লাভের তিনটি মাধ্যম রয়েছে যার জন্য কোন পরিশ্রম করতে হয় না।তাহচ্ছে কাবা শরিফ, কোরআন শরিফ ও মা-বাবার চেহারার দিকে নেক নজরে তাকানো। রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'যখন কোনো সন্তান নিজের মা-বাবার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন (বায়হাকি)।

হাদীসে এসেছে,যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সাওয়াব দান করেন।'(বায়হাকি-মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৪২১)

আরেক হাদীসে আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ " ُ

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন পিতা মাতার ভক্ত সন্তান নিজের পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বদৌলতে তার জন্য (আমলনামায়)একটি হজ্বে মাবরূর (কবুল হজ) এর সওয়াব দান করেন। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দৈনিক একশবার দৃষ্টি করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।

(শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৭৪৭২, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৪৫৫৩৫, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-৪৯৪৪)

ক্ষেত্র বিশেষে পিতা মাতার খেদমত জিহাদের চেয়েও উত্তম

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, ‘হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন। জনৈক ব্যক্তি নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু আমার সেই সামর্থ্য ও সক্ষমতা নেই। নবীজি (সা.) প্রশ্ন করলেন, তোমার পিতামাতার কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল, আমার মা জীবিত।প্রত্যুত্তরে নবীজি (সা.) বললেন, তাহলে মায়ের সেবা করে আল্লাহর কাছে জিহাদে যেতে না পারার অপারগতা বা ওজর পেশ কর। এভাবে যদি করতে পার এবং তোমার মা সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তুমি হজ, ওমরাহ এবং জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং মায়ের সেবা কর।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নম্বর-১৩৩৯৯)

আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, আমার জিহাদ করতে খুব আগ্রহ, কিন্তু সামর্থ্য নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা-বাবা দুইজনের কেউ জীবিত আছেন কি? বলল, আমার মা জীবিত আছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনতাহলে মায়ের সেবা করে আল্লাহ তাআ’লার সাথে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন কর। এটা যদি করতে পার এবং তোমার মা সন্তুষ্ট থাকেন তবে তুমি হজ্ব, ওমরাহ ও জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং মায়ের সেবা কর।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ২৭৬০; মুজামে আওসাত, তবরানী, হাদীস ২৯১৫)

অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رضى الله عنهما يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَى وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাহলে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'।

(বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।)

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল, 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে' (ফাৎহুল বারী ১০/৪০৩)।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنْ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ : أَبَوَايَ. قَالَ : أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট চলে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার পিতা-মাতা আছেন। তিনি বললেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তারা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে যাও। অন্যথা তাদের সাথে সদাচরণ করো'। (আবুদাউদ হা/২৫৩০; আহমাদ হা/১১৭৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮২।)

অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنْ أَبَوَي يَمْتَعَانِي قَالَ: أَطِعْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسَ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَكَ-

যুরারাহ বিন আওফা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'
(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৪৫৯; মারওয়াযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৭১, সনদ ছহীহ।)

পিতা মাতার সাথে সদাচারে আয়ু বৃদ্ধি

এক বর্ণনায় এসেছে,

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ، زَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمْرِهِ.

মুআয (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলো তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুস্কাল বৃদ্ধি করেন

(হাকিম, তাবারানী, মুসনাদ আবু ইয়ালা)।

অন্যত্র আসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।

(আহমাদ হা/১৩৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮।)

পিতা মাতা যুলুম করলেও তার সাথে সদাচার করতে হবে

হাদীসে বর্ণিত আছে,

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا

'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে'।

(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ।)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ

তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট যাবতীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে'।

(মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।)

অন্যত্র এসেছে,

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْقَيْسِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا، إِلاَّ فَتْحَ لَهُ اللَّهُ بَابَيْنِ يَعْنِي: مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ، قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে কোন মুসলিমের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর যুলুম করে থাকলে? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও (বাযযার)।

উফ বলতে মানা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে উফ্' বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না ; তাহাদের সঙ্গে সম্মান সূচক কথা বলিও।

(সূরা নম্বর: ১৭ আয়াত নম্বর: ২৩)

মানুষ যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তাদের মধ্যে নানাবিধ দুর্বলতা দেখা দেয়। স্মরণশক্তি কমে যায়, বুদ্ধি বিবেকের ঘাটতি দেখা দেয়। যার দরুন তাদের আচরণে এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারে যা সন্তানদের জন্য বিরক্তির কারণ হয়। আল্লাহ তা’আলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে পূর্বেই মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন পিতা মাতার বৃদ্ধ বয়সে তাদের উপর বিরক্ত হয়ে ‘উফ’ শব্দটিও না বলে। ধমক তো দিবেই না বরং সম্মানের সাথে কথা বলবে। এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

মমতা বশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।'

(সূরা নম্বর: ১৭ আয়াত নম্বর: ২৪)

পাখি যেমন করে মমতাবশে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে নিজ করুনায় তার বাচ্চাদেরকে আগলে রাখে। ঠিক তেমনি সন্তানের উচিত পিতা-মাতার সাথে ঐরূপ উত্তম ও করুণাসিক্ত আচরণ করা। তাদের ঐরূপ সেবা যত্ন করা যেমনটা তারা আমাদের শিশু অবস্থায় করেছিলেন।

ইলম শেখার জন্য পিতা মাতার অনুমতি

ইলম শিখতে গেলও পিতা-মাতার অনুমতি লাগে। তবে ফরজ পরিমাণ ইমল যা না শিখলে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত করতে পারবে না। যেমন: নামাজ, রোযা, ওযু-গোসল, হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েয ইত্যাদি জরুরী ইলম। এই পরিমাণ ইলম শিখতে যদি পিতা মাতা অনুমতি না দেয় তাহলে তাদের কথা শোনা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন ব্যক্তির আনুগত্য চলবে না। (আহমাদ ৫/৬৬, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৫২০নং)

কিন্তু কেউ যদি এর বেশি ইমল শিখতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই পিতা মাতার অনুমতি নিতে হবে। কারণ পিতা মাতার আনুগত্য করা ফরজ। পিতা মাতার অবাধ্য হয়ে অধিক ইলম শিখে দ্বীনের বড় আলেম হওয়া ফরজ বা ওয়াজিব নয়। পিতা মাতা অনুমতি না দিলে নম্র ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে অনুমতি নেওয়া উচিৎ। এরপরেও যদি তারা অনুমতি না দেন তাহলে তাদেরই অনুগত্য করতে হবে।

পিতা মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা

পিতা মাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললে জান্নাত পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ.

তায়সাল ইবনে মায়্যাস (রহঃ) বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি তা ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টিঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সূদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে উমার (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো ।

(তাবারীর তাফসীর, আবদুর রাযযাক আল-খারাইতীর মাসাবিউল আখলাক)।

অমুসলিম পিতা মাতার প্রতি আচরণ

অমুসলিম মা-বাবার সঙ্গে আচরণ : সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মা শপথ করেন আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করেন, ‘যদি তারা (মা-বাবা) বাধ্য করে আমার সঙ্গে শিরক করতে যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে অনুসরণ কোরো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।...’ (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ২৪)

অন্য বর্ণনায় আছে,

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, আমার অমুসলিম মা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমার কাছে আসেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেনঃ “যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না” (৬০ঃ ৮) (বুখারী, মুসলিম, দারিমী)।

পিতা মাতার অর্থনৈতিক অধিকার

পিতা মাতার সাথে সদাচারণের মধ্যে এটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সন্তানের সম্পদ পিতা মাতার জন্য খরচ করা। পিতা-মাতা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সন্তানকে বড় করেন। বৃদ্ধ অবস্থায় তারা দূর্বল হয়ে পড়েন। তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা কর্ম করে খেতে পারে না। এ সময় সন্তানের উচিৎ হল সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পিতা মাতার জন্য খরচ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ-

'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর। আর মনে রেখ, তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাক, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত (বাক্বারাহ ২/২১৫)।

হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, হায়! যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হলেই কি সে আল্লাহর পথে থাকবে? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খিদমতে চেষ্টা ব্যয় করবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য চেষ্টায় রত সে

আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায় রত সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকতর প্রাচুর্যের নেশায় রত সে শয়তানের পথে। (মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৪২১৪; শু‘আবুল ঈমান হা/৯৮৯২; ছহীহাহ হা/২২৩২, ৩২৪৮।)

অন্যত্র বর্ণিত আছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَجْتَاحُ مَالِى. قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُم-ْ

আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদও আছে সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাবে’। (আবুদাউদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২; মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহুল জামে‘ হা/১৪৮৭।)

হাদীসে মুশরিক পিতা মাতাকেও দান করার কথা বলা হয়েছে।

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى رَاغِبَةً فِى عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ : نَعَمْ فَصِلِى أُمَّكِ-

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের প্রতি বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন (কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর'। (আবুদাউদ হা/১৬৬৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৫০০।)

পিতা মাতা তার সন্তানের সম্পদ থেকে কখন ও কতটুকু পরিমাণ নিতে পারবে :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ هِبَةُ الله لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا - احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا 'নিশ্চয় তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান। তিনি যাকে খুশি তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে খুশি তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। তারা ও তাদের সম্পদ তোমাদেরই যখন তোমরা সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করবে'। (হাকেম হা/৩১২৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫২৩; ছহীহাহ হা/২৫৬৪।)

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদে অধিক হকদার তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ হতে'। (সুনানু সাঈদ ইবনু মানছুর হা/২২৯৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫৩১; ছুগরা হা/২৩১৩; বর্ণনাটি মুরসাল।)

তিনি আরো বলেন, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِه 'কোন মুসলমানের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়'। (আহমাদ হা/২০৭১৪; দারাকুৎনী হা/৯১-৯২; মিশকাত হা/২৯৪৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬৬২।)

ওলামায়ে কেরাম পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন- ১. পিতা-মাতাকে দরিদ্র হতে হবে, যাদের কোন সম্পদ নেই এবং কোন উপার্জনও নেই। ২. পিতা-মাতার প্রতি খরচ করার জন্য সন্তানের সামর্থ্য থাকতে হবে।

ইবনু কুদামা (রহঃ) দু'টি শর্ত উল্লেখ করে বলেন, : أَحَدُهُما ألاَّ يُجْحِفَ بِالابْنِ، ولا يضرَّ بِه، ولا يَأخُذَ شَيئًا تَعَلَّقتْ بِه حَاجَتُه. الثَّانِي: ألا يَأْخُذَ مِن مَالِ وَلَدِه فيُعْطِيَهُ الآخَرَ، 'প্রথমত, সম্পদ নেওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি যাতে যুলুম না হয়, এর কারণে সে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পিতা এমন কিছু নিবেন না যা সন্তানের ব্যক্তিগত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত, পিতা এক সন্তানের সম্পদ নিয়ে আরেক সন্তানকে দিবেন না'। (মুগনী ৬/৬২।)

মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা মাতার অধিকার :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا-

মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় (নিসা ৪/১১)।

মৃত পিতা মাতার সাথে সদাচার

পিতা মাতা আল্লাহর দেওয়া অনেক বড় নিয়ামত। কিন্তু অধিকাংশ লোক পিতা মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় যথাযথ কদর করতে পারে না। তাদের মৃত্যুর পর এই অনুভূতি জাগ্রত হয়

যে, কত বড় নিয়ামত চলে গেল। তখন তারা ভাবতে থাকে এখন কি প্রতিকারের কোন পথ খোলা আছে? অবশ্যই আছে। পিতা মাতার সাথে মৃত্যুর পরেও সদাচার সম্ভব। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَى شَيْءٍ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ : نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِما-

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা'।

(আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আন হা/২০৩০)। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ।)

নিম্নে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত পিতা মাতার জন্য কী ধরনের আমল করা যাবে এবং যে আমলের সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছাবে তা আলোচনা করা হলো:

ক. পিতা মাতার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه- ُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ (২) উপকারী ইলম এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'। (মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।)

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি।

উল্লেখ্য একদল বিদ্বান উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মন্তব্য পেশ করেছেন যে, সৎ সন্তান দো'আ না করলেও তার সৎ কর্মের ছওয়াব পিতা- মাতা পাবেন। (আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৭৬)।

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَارَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'। (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَك

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কীভাবে হ'ল? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে'। (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬, সনদ হাসান।)

পিতা মাতা জীবিত অথবা মৃত উভয় অবস্থায় সন্তানের উচিত তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পিতা মাতার জন্য দু'আ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং কী দু'আ করবো তাও শিক্ষা দিয়েছেন । আল-কুরআনে এসেছে,

আল্লাহ বলেন, رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا 'হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন- পালন করেছেন' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৪)।

সকল নবী রাসুল গণ তাদের পিতা মাতার জন্য দু'আ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুরআনে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

কুরআনে বর্ণিত নবী রাসুল গণের কিছু দুয়া নিম্নে পেশ করা হলো

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' (ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)।

নূহ (আঃ)-এর দো'আ:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ: 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন' (নূহ ৭১/২৮)।

সুলায়মান (আঃ)-এর দো'আ:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' (নামল ১৬/১৯)।

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দো'আ:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' (আহক্বাফ ৪৬/১৫)।

খ. পিতা মাতার পক্ষ হতে সিয়াম পালন করা

পিতা মাতার জীবদ্দশায় কোন অসুস্থতা অথবা সফরের কারণে যদি কোন সিয়াম কাযা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি তা পূর্ণ করার আগেই মৃত্যু বরণ করেন তাহলে এমতাবস্থায় সন্তানের উচিৎ পিতা মাতার কাযা রেখে যাওয়া সিয়াম পূর্ণ করা।

যেমন হাদীস শরিফে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه- ُ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ'লে তার নিকটাত্মীয় তার পক্ষ হ'তে ছিয়াম আদায় করবে'। (বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩।)

অন্য এরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا. قَالَ نَعَمْ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّه أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের ছিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হ'তে এ ছিয়াম কাযা করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত তাহ'লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হ'ল অধিক উপযুক্ত'। (বুখারী হা/১৫৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।)

গ. পিতা-মাতার জন্য বদলি হজ উমরা করা

সম্পদশালী পিতা-মাতার উপর হজ্জ ফরজ হয়ে গেলে তারা যদি তা সম্পাদন না করেই মারা যায় এবং পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায় তাহলে সন্তানের উচিৎ পিতা-মাতার জন্য বদলি হজ্জ উমরা করা।

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حُجِّ عَنْ أَبِيكَ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা হজ্জ পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর'। (নাসাঈ হা/২৬৩৯; ইবনু হিব্বান হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/৩০৪৭।)

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِي أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الضَّعْنَ. قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

আবু রাযীন আল-উক্বায়লী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি একবার নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, হজ্জ ও ওমরা করার সামর্থ্য রাখে না এবং বাহনে বসতে পারেন না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হ'তে হজ্জ ও ওমরা পালন কর'। (নাসাঈ হা/২৬৩৭; তিরমিযী হা/৯৩০; মিশকাত হা/২৫২৮, সনদ ছহীহ।)

ঘ. ঋণ পরিশোধ করা

পিতা মাতার কোন ঋণ বাকি থাকলে সন্তানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব যে কোন উপায়ে তা পরিশোধ করা। কারণ ঋণ কখনো মাফ হয় না। ঋণী ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেলেও তার ঋণের গুনাহ মাফ করা হয় না।
যেমন হাদীসে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبَ إِلَّا الدَّيْنَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে'। (মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২; ছহীহুল জামে' হা/৮১১৯।)

ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ আমরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠান, তারপর তাঁর হাত ললাটের উপর স্থাপন করে বলেনঃ সুব্‌হানাল্লাহ্! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো! আমরা ভয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। পরদিন আমি জিজ্ঞাস করলামঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ! ঐ কঠোরতা কী ছিল, যা অবতীর্ণ হয়েছে? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর কসম। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়, আবার জীবন লাভ করে; আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার উপর কর্জ থাকে, তবে তার পক্ষ হতে সে কর্জ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪৬৮৪
হাদিসের মান: হাসান হাদিস)

অরো বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : نَفْسُ الْمُؤْمِن معلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'। (ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩;; মিশকাত হা/২৯১৫।)

তাই পিতা মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব যত দ্রুত সম্ভব তাদের ঋণ পরিশোধ করা।

ঙ. পিতা মাতার ওসিয়ত পূর্ণ করা

একজন ব্যক্তি তার সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ ওসিয়ত করে যেতে পারে। পিতা মাতা যদি ওসিয়াত করে যায় তাহলে সন্তানের উচিত ওসিয়ত পূর্ণ করা।

হাদীসে আছে,
শারীদ বিন সুয়াইদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার মা অসিয়ত করে গেছেন যে, আমরা যেন তার পক্ষ থেকে একজন দাস মুক্ত করে দেই। আমার কাছে একটি কালো দাসী আছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তুমি তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো।' অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার রব্ব কে?' সে জবাবে বললো: 'আল্লাহ'। তিনি আবার বললেন: 'আমি কে?' সে বললো: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীকে বললেন: 'একে মুক্ত করে দাও। কারণ সে মু'মিনা।' (সহীহ ইবনে হিববান ১৮৯)

চ. মানত পূর্ণ করা, কাফফারা আদায় করা।

পিতা মাতা কোন মানত বাকি থাকলে অথবা তাদের কোন কাজের কাফফারা পূরণের আগেই যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহলে সন্তানের উচিৎ তাদের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করে দেওয়া, কাফফারা আদায় করে দেওয়া। যেমন হাদীসে আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا. قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّك-
ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)- এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের ছাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ'তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহ'লে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হ'তে আদায় হ'ত কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের পক্ষ হ'তে তুমি ছাওম পালন কর'। (বুখারী হা/১৯৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮; আবুদাউদ হা/৩৩১০।)

আরেক হাদীসে আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا الله

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল, আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন'। (আবুদাউদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬।)

ছ. দান সদকা করা

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তান সন্ততি অথবা আত্মীয় সজন যদি তার পক্ষ থেকে দান করে থাকে তাহলে এই দানের সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাবে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য দান করাকে মুহাদ্দিস গণ মুস্তাহাব আমল বলেছেন। আর এই দান যদি হয় পিতা-মাতার জন্য সন্তানের তরফ থেকে তাহলে তা আরো বেশি উত্তম হবে। আর মৃত পিতা মাতার জন্য সদকা করলে পিতা মাতার সাথে সন্তানও সাওয়াবের অধিকারী হবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)- কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বাহ করলে আমার জন্য কোন ছওয়াব রয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'। (বুখারী হা/ ১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০।)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ কর'। (আবুদাউদ হা/২৮৮১; নাসাঈ হা/৩৬৪৯।)

জ. পিতা মাতার পক্ষ থেকে কুরবানী করা।

সন্তান যদি মৃত পিতা মাতার ইসালে সাওয়াবের নিয়তে কুরবানী করে তাহলে পিতা মাতা সাওয়াবের অধিকারী হবেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধূসর বর্ণের ও খাসিকৃত মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি উম্মতের যারা আল্লাহর একাত্মবাদের ও তার নবুওয়ত প্রচারের সাক্ষ্য দেয়, তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানি করতেন। (ইবনে মাজাহ: ৩১২২)

ঝ. পিতা মাতা যাদের সাথে সদাচার করেছেন তাদের সাথে সন্তানের সদাচার করা।

দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পিতা মাতার যাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছিলো সন্তানেরও উচিৎ তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। এ বিষয়ে অনেক হাদিস এসেছে।

হাদিসে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হ'ল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিয়ে স্বীয় গাধার পিঠে সওয়ারী করে নিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা'। (মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭।)

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّي 'সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে'। (আহমাদ হা/৫৬১২; ছহীহুল জামে' হা/১৫২৫।)

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتَدْرِي

لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ

আবু বুরদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তা তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদাচরণ করতে চায় সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর আমার পিতা ওমর (রাঃ) ও তোমার পিতার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সেই সম্পর্ক বহাল রাখতে পসন্দ করছি'। (ইবনু হিব্বান হা/৪৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৬।)

পিতা মাতা যাদের সাথে সদাচার করতেন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে ইমানের আলো নিভে যায়।

যেমন হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ أَبُو الأَعْرَابِيِّ صَدِيقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ. فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ: أَمَا يَكْفِيهِ دِرْهَمَانِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: احْفَظْ وُدَّ أَبِيكَ، لاَ تَقْطَعْهُ فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ.

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন সফরে গেলো। তার পিতা উমার (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। বেদুইন বললো, আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দান করলেন। তার এক সঙ্গী বললো, তাকে দু'টি দিরহাম দিলে কি যথেষ্ট হতো না? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পিতার বন্ধুত্ব অটুট রাখো, তা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমার (ঈমানের) আলো নিভিয়ে দিবেন।

(মুসলিম, আবু দাউদ)

ঞ. পিতা মাতার ভালো কাজ সমূহ জারি রাখা এবং কোন গুনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করা।

পিতা মাতার এমন কোন নেক আমল থাকে যা দ্বারা অন্য কারো উপকার হয় বা যেই আমল গুলো সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে থাকে তাহলে সন্তানেও উচিৎ সেই কাজ গুলো অব্যাহত রাখা। এসব ভালো কাজের সাওয়াব পিতা মাতার পাশাপাশি সন্তানেরও উপকারে আসবে। হাদীসে এসেছে, ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে''। (সুনান আততিরমীযি : ২৬৭০)
যে ব্যক্তির ইসলামের ভাল কাজ শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে। অথচ তাদেও সওয়াব থেকে কোন কমতি হবে না'' [সহীহ মুসলিম:২৩৯৮]।

তেমনি পিতা মাতা যদি কোন গুনাহের কাজ করে যায়, যা তাদের জন্য গুনাহে জারিয়া হয়ে থাকবে তাহলে সন্তানের উচিৎ গুনাহের সকল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে আহবান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোন কমতি হবে না" [সহীহ মুসলিম:৬৯৮০]।

ট. কবর জিয়ারত করা

রাসুল ﷺ এর হাদীস

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রহঃ) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিত
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারাত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারাত কর। কেননা, তা আখিরাতের কথাকে মনে করিয়ে দেয়।
[সুনান তিরমীযি :১০৫৪]

পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিনতি

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ.

“কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা, ইচ্ছাকৃত মিথ্যে কসম খাওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা”। (বুখারী ৬৮৭০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

لَا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمَرٍ.ِ

“তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা: যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি”।(জা’মিউস্ সাগীর : ৬/২২৮)

তিনি আরো বলেন:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْـجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْه..ِ

“তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা‘আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি”। (জা’মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

তিনি আরো বলেন:

لَا يَدْخُلُ حَائِطَ الْقُدْسِ سِكِّيْرٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَنَّان.ٌ

“তিন ব্যক্তি বাইতুল্ মাক্বদিসে প্রবেশ করতে পারবেনা: অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়”। (সিল্সিলাতুল্ আহা’দীসিস্ সাহীহাহ্ : ২/২৮৯)

উক্ত হাদিস গুলো থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তা’আলা পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন। পিতা মাতার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়া থেকে শুরু হয়। নিচে পিতা মাতার অবাধ্যতার আখিরাত ও দুনিয়াবী কিছু ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হলো:

১. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির রিযিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোন বরকত হয় না।

আবূ হুরাইরাহ্ এবং আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُّنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه.ُ

"যে ব্যক্তি রিযিকে প্রশস্ততা ও বয়সে বরকত চায় তার উচিৎ সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে"।

(বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬; মুসলিম ২৫৫৭)

কারোর জন্য নিজ মাতা-পিতার চাইতেও নিকটাত্মীয় আর কে হতে পারে?

২. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হবে অথবা হওয়া স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»مَنْ عَمِلَ صَالِـحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ«ِ

"যে ব্যক্তি সৎ কাজ করলো সে তা তার ভালোর জন্যই করলো। আর যে মন্দ কাজ করলো সে অবশ্যই উহার প্রতিফল ভোগ করবে। আপনার প্রভু তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি কোন যুলুম করেন না"। (ফুস্সিলাত/ হা' মীম আস্ সাজদাহ্ : ৪৬)

৩. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا.

"প্রভুর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে"। (সাহীহুল্ জা'মি' : ৩/১৭৮)

৪. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِيْنُ، فَقُلْتُ: آمِيْن.ُ

"আমার নিকট জিব্রীল এসে বললো: হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি মাতা-পিতার কোন একজনকে জীবিত পেয়েও তাদের খিদমত করেনি। বরং তার অবাধ্য হয়েছে এবং যদ্দরুন সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করুক। আপনি বলুন: হে আল্লাহ্! আপনি দো'আটি কবুল করুন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্! আপনি দো'আটি কবুল করুন"। (সাহীহুল্ জা'মি' : ১/৭৮)

৫. পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার দরূন তাদের বদদোয়া সন্তানের অকল্যাণ বয়ে আনবে। হাদীসে বর্ণিত জনৈক নেককার ব্যক্তি 'মায়ের বদ দুয়ার কারণে জরাইজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা' একটি দৃষ্টান্ত।

৬. মানুষ পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির বদনাম রটাবে এবং তার দিকে সুদৃষ্টিতে তাকাবে না।

মায়ের নাফরমানীর শিক্ষনীয় এক শাস্তি

কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন যুবকের মুমূর্ষ অবস্থা। লোকজন তাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার উপদেশ দিচ্ছে। অথচ তার মুখই খুলছে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কি নামায পড়তো? সে বললো, জ্বী হাঁ। নামায পড়তো। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন এবং তার সাথে চললেন। আমরাও পিছু পিছু চললাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুবকের নিকট পৌঁছলেন। তখন মৃত্যু পূর্ববর্তী অবস্থা। তিনি তাকে কালেমা পড়ার তালকিন দিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিতো বলতে পারি না। তিনি বললেন,

কেন? কি ঘটনা? জানা গেলো সে মাতার নাফরমানী করে থাকে। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তার মা কি জীবিত আছেন? সবাই বললো, জ্বী হাঁ। জীবিত আছেন। প্রিয় নবী তার মা'কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। যখন তার বৃদ্ধা মাতা এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, বড় বিবি! একি তোমার পুত্র? সে বললো, জ্বী হাঁ, আমারই পুত্র। তিনি বললেন, বড় বিবি। এটা বলো, যদি এক ভয়ংকর আগুন প্রজ্জ্বলন করা হয় এবং তোমাকে বলা হয় যে যদি সুপারিশ করো তাহলে সে পরিত্রাণ পায়। নচেৎ তাতে সে নিক্ষিপ্ত হয়। এ অবস্থায় কি তুমি সুপারিশ করবে? বৃদ্ধা বললো, জ্বী হাঁ। সে সময় তো আমি অবশ্যই সুপারিশ করবো। একথা শুনে রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো যে, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছো। বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার কলিজার টুকরার প্রতি রাজী হয়ে গেছি।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুবকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, বলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" মাতার সন্তুষ্টির বরকতে যুবকের মুখ খুলে গেলো এবং সে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়লো। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমার অসিলায় এ নওজোয়ানকে জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন। (তিবরানী, আহমদ)

যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ، إِلاَّ مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.

আবু তোফাইল (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোন বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি লিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ (মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ)।

পিতা মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ

হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ يَزْعُمُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبَّ الرَّجُلُ لِوَالِدِهِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রহঃ) বলেন, পিতা-মাতাকে গলি শুনানো আল্লাহর নিকট একটি কবীরা গুনাহ (বুখারী, মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী)।

আরেক বর্ণনায় আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، فَقَالُوا: كَيْفَ يَشْتِمُ؟ قَالَ: يَشْتِمُ الرَّجُلَ، فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কবীরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে! তিনি বলেনঃ সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধ স্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে (বুখারী, মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী)।

পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানের ইবাদত কবুল হয় না

আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ- 'তিনজন ব্যক্তির কোন দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি'। (ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৫)

পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন, 'হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুলযোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালঙ্ঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা- পিতার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।'

(আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯-৩০)

পিতা মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি জান্নাত অর্জন করতে পারেনি

এক হাদীসে আছ,

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তার নাক ধুলিমলিন হোক! তার নাক ধুলিমলিন হোক!! তার নাক ধুলিমলিন হোক!!! সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কার নাক? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ সে দোযখে গেলো (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

অন্যত্র বর্ণিত আছে,
মালিক বিন হাসান বিন মালিক বিন হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (হাসান) তাঁর (মালেকের) পিতামহ (মালিক বিন হুয়াইরিষ) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে চড়লেন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, ’’আমীন।’’ অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, ’’আমীন’’ অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, ’’আমীন।’’ অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, ’’আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, ’হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।’ তখন আমি (প্রথম) ’আ-মীন’ বললাম। তিনি আবার বললেন, ’যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।’ এতে আমি (দ্বিতীয়) ’আ-মীন’ বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, ’যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।’ এতে আমি (তৃতীয়) ’আমীন’ বললাম।

(ইবনে হিব্বান ৪০৯, ৯০৭, সহীহ তারগীব ৯৮২)

কোমল হৃদয়ের অধিকারী রাসুল ﷺ কে যখন তায়েফবাসী রক্তাক্ত করেছিলো তখনও নবী ﷺ তাদের বদ দুয়া করেননি। তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত দুটি হাদীসে

দেখতে পাই, রাসুল ﷺ বদ দুয়া করেছেন ওই হতভাগার প্রতি যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে পারেনি। আমরা যেন সেই হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

পিতা মাতার বদ দুয়া

হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুল হয় : ১. মা-বাবার দোয়া, ২. মুসাফিরের দোয়া, ৩. মাজলুমের দোয়া। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯০৫)

মা বাবার দুয়া যেমন সন্তানের কল্যান বয়ে আনে তেমনি মা বাবার বদ দুয়া যদি কবুল হয়ে যায় তা সন্তানের অকল্যাণ বয়ে আনে। মায়ের বদদোয়া কবুল হওয়ার একটি ঘটনা হাদিসে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বনি ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি নামাজ পড়ছিলেন।

এমন সময় তাঁর মা তাঁকে ডাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বলেন, ‘সালাত আদায় করব, না কি তাঁর জবাব দেব?’ তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বলেন, ‘হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোনো পতিতার মুখ না দেখাও।’ একদিন জুরাইজ তাঁর ইবাদতখানায় ছিলেন।

এমন সময় এক নারী বলেন, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তাঁর কাছে গেল এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর ওই নারী এক রাখালের কাছে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল।

তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে এ ছেলে জুরাইজের! এ কথা শুনে লোকেরা জুরাইজের কাছে এলো এবং তাঁর ইবাদতখানা ভেঙে তাঁকে বের করে দিল ও তাঁকে গালাগাল করল। এরপর তিনি (জুরাইজ) অজু করলেন এবং সালাত আদায় করলেন।

তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বলেন, হে ছেলে! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানা সোনা দিয়ে তৈরি করে দেব। জুরাইজ বলেন, না মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও (যেমনটা আগে ছিল)।

(বুখারি, হাদিস : ২৪৮২)

পরিশেষে

পিতা মাতার সাথে সদাচার মানুষকে দুনিয়াতে এনে দিতে পারে বরকত ও সফলতার এক জীবন আর আখিরাতে এনে দিতে পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলে পিতা মাতার খিদমতের মাধ্যমে দুনিয়া আখিরাতের সফলতা অর্জনের তাওফীক দান করুন।

তথ্যসূত্র

- ইসলাম ও পারিবারিক জীবন (মুফতী তাকী উসমানী দাঃ বাঃ)
- পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য (মুহাম্মদ আব্দুর রহিম)
- মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)
- গুগোল